আবুল ফজল

সমগ্র মুঘল যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক ছিলেন আবুল ফজল। আবুল ফজল ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জানুয়ারি আগ্রায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন বিখ্যাত পারসিক পণ্ডিত ও সুফি সেখ মুবারক। *The Mughal Empire* গ্রন্থে বলা হয়েছে, আবুল ফজল ছিলেন তাঁর যুগের 'a first rate scholar, writer, statesman, diplomat, military commander, historian and philosopher.' তিনি ছিলেন সেযুগের এক নতুন প্রতিভাদীপ্ত ব্যক্তি। ধর্ম ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার এবং শান্তিনীতিতে তিনি ছিলেন বিশ্বাসী। তিনি ছিলেন আকবরের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং মুঘল রাজকীয় শাসনের এক বিশ্বস্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারী। আকবরের নির্দেশেই তিনি আকবরের রাজত্বকালের ইতিহাস রচনা করেন। তিনি আকবরের অত্যন্ত গুণগ্রাহী হওয়ায়, আকবরকে তিনি তাঁর গ্রন্থে 'Superman' হিসেবে দেখিয়েছেন। যার ফলে তাঁর এই গ্রন্থের বৈজ্ঞানিক দিকটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিন খণ্ডে রচিত আবুল ফজলের বিখ্যাত *আকবরনামা* ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন এইচ. বেভারিজ। প্রথম খণ্ডে তৈমুরের সময় থেকে হুমায়ুনের সময় পর্যন্ত মুঘল রাজপরিবারের সাধারণ ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে আকবরের রাজত্বকালের ছেচল্লিশ বছরের রাজনীতি, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে অকিবরের রাজত্বকালের সকল ঘটনা। আকবরের প্রশাসন ও রাজস্বসংক্রান্ত ব্যাপারে বিশদ বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে। শুধুমাত্র ঘটনারই বর্ণনা করেননি তিনি,

Scanned by CamScanner

ঘটনাগুলির পিছনে কী উদ্দেশ্য ছিল তাও ব্যাখ্যা করেছেন। তাসত্ত্বেও *আকবরনামায়* আবুল ফজল আকবর সম্পর্কে অবাস্তব এবং অনেক অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করে তাঁর স্বীয় ইতিহাসচর্চার প্রতিভার সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে পারেননি। আবুল ফজল তাঁর *আকবরনামায়* সম্রাটের সব কাজের জন্য গুণকীর্তন করেছেন। কিন্তু যাঁরা সম্পাদন করেছেন সেই টোডরমল ও খান-মনসুর প্রভৃতি ব্যক্তি আবুল ফজলের কাছে স্বীকৃতি পাননি।

এবার আবুল ফজলের দ্বিতীয় গ্রন্থ সুবিখ্যাত *আইন-ই-আকবরী*-র আলোচনায় আসা যাক। আবুল ফজলের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির এই মহাগ্রন্থটিও তিন খণ্ডে রচিত। এই গ্রন্থটিকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন ব্লকম্যান ও গ্যারেট। কার্যত এটিকে আকবরের আমলে ভারতবর্ষের একটি পরিসংখ্যানগত বিবরণ বলা যায়। এই গ্রন্থটিতে আকবরের সাম্রাজ্যের আয়তন, সম্পদ, অবস্থা, শাসন, জনসংখ্যা, শিল্প, কৃষি প্রভৃতির বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। গ্রন্থটি বিশদ তথ্যপূর্ণ জ্ঞানকোষ বিশেষ। বিভিন্ন বৃত্তিধারী সমাজের প্রতিটি মানুষের পরিচয় স্থান পেয়েছে এই গ্রন্থটিতে। এই গ্রন্থটির মধ্যে অভিজ্ঞজন তাঁদের জিজ্ঞাসার জবাব পাবেন। এই গ্রন্থে রস ও রসদের জোগান আছে; তরুণ মনের জন্য আছে বর্ণালি উপচার; বয়স্ক ও পরিণত মনের জন্য আছে সাজানো বিবিধ সংবাদের রত্নসম্ভার। এছাড়া এই গ্রন্থ থেকে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা সেযুগের পরিপক্ক জ্ঞানের স্বাদ পাবেন এবং সম্ভ্রান্ত ও নীতিপরায়ণ ব্যক্তিরা আচার-আচরণের সন্ধান পাবেন। ব্লকম্যান তাই জোরের সঙ্গে বলেছেন, "*আইন-ই-আকবরী* হল ফারসি ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে অদ্বিতীয় গ্রন্থ।" এই গ্রন্থে সর্বপ্রথম সাধারণ মানুষকে পাদপ্রদীপের সামনে দেখা গেল। এর থেকেই সর্বপ্রথম জনসাধারণের জীবনযাত্রার ছবি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। মধ্যযুগের কোনো মুসলমান ঐতিহাসিক আবুল ফজলের মতো বিষয়বস্তু সম্পর্কে এত ইতিহাস সচেতন ছিলেন না। তাই জে. এন. সরকার বলেছেন, "Abul Fazal was perhaps the most gifted of all the Muslim historians of India. His approach to history has been termed 'Romantic'. His ideas of history can be called from his 'Akbarnamah' and the 'Ain-i-Akbari'."

আবুল ফজলের নিজ জবানিতেই পাই, কী পরিমাণ সতর্ক হয়ে এবং কতখানি কষ্ট স্বীকার করে তিনি এই গ্রন্থটির উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি সংবাদদাতাদের মৌখিক জবাব নির্ভরযোগ্য মনে না করে, উপরন্তু তাঁদের সামনে বিভিন্ন প্রশ্নমালা উপস্থাপিত করতেন এবং তাঁদের প্রয়োজনমতো সময় নিয়ে ভেবেচিন্তে জবাব পেশ করতে বলতেন। এই বইয়ে আলোচিত প্রতিটি বিষয়ের পিছনে এরকম সযত্নে প্রস্তুত করা কুড়িটি স্মারকলিপির ভূমিকা আছে। অবশ্য এই ঐতিহাসিক দলিলটিতেও

Scanned by CamScanner

একটা খুঁত চোখে পড়ে, তা হল—তিনি কোথাও প্রকাশ করেননি তাঁর তথ্যসংগ্রহের উৎসগুলি কী বা কোথা থেকে তিনি এগুলি পেয়েছেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আকবরের চরিত্র ও কৃতিত্বের মূল্যায়ন করতে গিয়ে তিনি যেসব অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তা অনেক সময় পক্ষপাতমূলক হয়েছে। এমনকি আকবরকে গৌরবের সকল অধিকার দিতে গিয়ে, আকবরের পূর্ববর্তী সকল মুঘল বাদশাহদের অবদানকে তিনি স্বেচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করেছেন। এমনকি *আইন-ই-আকবরীতে* তিনি আকবরের রাজস্বব্যবস্থা সংস্কারের ক্ষেত্রেও টোডরমলের নাম একবারও উচ্চারণ করেননি। *আইন-ই-আকবরী* সমাজ-ইতিহাসের এক স্মারকস্তম্ভ। কিন্তু এর গুরুত্ব হল—প্রধানত, আকবর ক্ষমতায় আসার পূর্বে যে সকল অগ্রগতি রূপলাভ করেছে তার উল্লিখিত বিবরণ; যেগুলির সূত্র ধরে নিয়ে মহামতি আকবর সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। *আইন-ই-আকবরী* যদি আরও পঞ্চাশ বছর আগেও রচিত হত, তাহলেও এর বিষয়বস্তু, বা মূল্যের বিশেষ কিছু রদবদল হত না। তখনও এই বই সমসাময়িক সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের বিশ্বস্ত বিবরণ বলে বিবেচিত হত। *আইন-ই-আকবরীর* অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও জে. এন. সরকারের ভাষায় বলা যায়, "it is a unique compilation of the Administrative system and most complete and authoritative history of Akbar's reign." আর ব্লকম্যান বলেছেন, "the greatest work in the whole series of Muhammadan histories of India." ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল স্পষ্ট। তাঁর মতে ইতিহাস হল, "the events of the world recorded in a chronological orders." তাঁর কাছে ইতিহাস হল "unique pearl of science."

লেখকের তৃতীয় গ্রন্থ *রুকাৎ-ই-আবুল ফজল* তাঁরই রচিত চিঠিপত্রের সংকলন। এই গ্রন্থে আছে আকবর, মুরাদ, দানিয়েল, মরিয়াম মাকানি, সেলিম, আকবরের বেগম ও কন্যাদের এবং লেখকের পিতামাতা-ভ্রাতাগণ ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট লেখা চিঠি। এই চিঠিগুলির ঐতিহাসিক মূল্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই চিঠিগুলি আকবরের রাজত্বকাল সম্পর্কে নতুন আলোকসম্পাত করেছে। আবুল ফজলের চতুর্থ গ্রন্থ *ইন্‌সা-ই-আবুল ফজল*। এই গ্রন্থের অপর নাম *মুক্তুবাৎ-ই-আল্লামী*। এটিও আকবরের বিভিন্ন সময় বিখ্যাত ব্যক্তিদের লেখা চিঠিপত্র ও সরকারি নির্দেশাদির সংকলন। এটিও তাঁর অত্যন্ত মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রহ। এই চিঠিগুলিও আকবরের রাজত্বকালের বিভিন্ন ঘটনার ওপর নতুন আলোকসম্পাত করে। কারণ, *আকবরনামায়* যে ঘটনাগুলি অতি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলি এখানে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

তবুও ঐতিহাসিক হিসেবে আবুল ফজলের কার্যকলাপ পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি করেছে। কোনো কোনো ঐতিহাসিক তাঁর কাজের দোষারোপ করেছেন, আবার

Scanned by CamScanner

কোনো কোনো ঐতিহাসিক তাঁর প্রশংসা করেছেন। ইওরোপীয় ঐতিহাসিক ইলিয়ট, এলফিন্সটোন ও মোরলি তাঁর প্রভুর তোষণের জন্য অভিযুক্ত করে বলেছেন যে, এমন অনেক বিষয় তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে চেপে গিয়ে ইতিহাসচর্চার মূল চরিত্রকে বিনষ্ট করেছেন। তিনি ইতিহাসচর্চায় নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে পারেননি। তিনি উলেমাদের বিদ্রুপ করেছেন এবং মহম্মদ তুঘলকের মতো উলেমাদের নীচু, স্বার্থপর, অর্থপিশাচ ও চাকরিশিকারি বলে অভিহিত করেছেন। এমনকি তিনি বলেছেন এরা কোরানের ভুল ভাষ্য দিয়ে মানুষকে ভুল পথে পরিচালিত করে। তাই অনেকে মনে করেন যে তিনি উলেমাদের সহ্য করতে পারেননি এবং এক্ষেত্রে তাঁর উদারতা ও নিরপেক্ষতার অভাব ঘটেছে। ভিনসেন্ট স্মিথ তাঁকে "as an unblushing flatterer of Akbar" বলে গাল দিয়েছেন। কিন্তু ব্লকম্যানের মতে তাঁর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে তা *আকবরনামাতে* বিন্দুমাত্র দেখা যায় না। *আকবরনামায়* তাঁর নিখুঁত পর্যবেক্ষণ শক্তির প্রতিফলন ঘটেছে। *মাসির-উল-উমরা*-এর মতে, "As a writer Abul Fazal stands unrivalled. His style is grand and is free from the technicalities and flimsy pettiness of other munshis; and the force of his words, the structure of his sentences, the suitableness of his compounds, and the elegance of his periods are such that it would be difficult for anyone to imitate him." তবে বেভারিজ আবুল ফজলের ভাষায় চিত্ররূপ লক্ষ করেননি। কিন্তু তিনি বলেছেন যখন আমরা তাঁর সম্পর্কে অভিযোগ করি এবং তাঁর ত্রুটি সম্পর্কে অনুযোগ করি তখন এটাও আমাদের বিবেচনায় আনা প্রয়োজন যে আবুল ফজল যদি না হতেন তাহলে সম্রাটের সময়ের ঘটনাবলি ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আমরা কিছুই জ্ঞাত হতে পারতাম না। আমাদের একটা শূন্যতা থেকে যেত। তাঁর এই কাজটি সমকালীন ব্যক্তির সম্পাদিত দলিল ও মূল উৎস হতে আহৃত একটি আকর গ্রন্থ। ইলিয়ট, এলফিনস্টোন এবং মোরলি তাঁর লেখার স্টাইলের নিন্দা করেছেন ; এমনকি তাঁরা তাঁর 'fairness of the account' সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছেন।

তবে আবুল ফজল সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা যাই বলুন নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন তাঁর যুগের সব থেকে প্রতিভাদীপ্ত এবং বড়ো মাপের ও বড়ো মনের মানুষ। ইওরোপীয় ঐতিহাসিকদের অনেকে তাঁকে বাস্তববাদী ও বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক হিসেবে মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুঘল যুগের ইতিহাসচর্চায় তিনি এক অনন্য স্থানের অধিকারী। তিনিই প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ ও যুক্তিবাদী ইতিহাসচর্চার ধারা প্রবর্তন করেন। তিনি বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য তথ্যসংগ্রহের ক্ষেত্রে নতুন রীতির প্রবর্তন করেছেন এবং প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। যদিও তিনি উলেমাদের প্রতি বিদ্বিষ্ট ছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি

Scanned by CamScanner

ধর্মনিরপেক্ষ ইতিহাসের প্রবর্তক। তাই জে. এন. সরকার বলেছেন, "Indeed Abul Fazal's writings are free from personal rancour and marked by sobriety and dispassionate attitude even towards his enemies." আর ব্লকম্যান বলেছেন, "His love of truth and correctness of information are apparent in every page of the book." তাঁর ইতিহাসচর্চার সব থেকে বড়ো গুণ তাঁর গ্রন্থে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার কোনো স্থান ছিল না। তাঁর ইতিহাসচর্চায় প্রতিফলিত হয়েছিল ষোড়শ শতাব্দীর মুঘল-ভারতের উদারনৈতিক কণ্ঠস্বর যা স্মিথ, এলফিনস্টোন ও মোরলির ইওরোপ তখন সেখানে পৌঁছোতেই পারেনি। প্রকৃতপক্ষে আবুল ফজল ছিলেন সেযুগের একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষিত মানুষ। তিনি আগ্রায় একটি শিক্ষায়তনের শিক্ষক ছিলেন। তিনি তাঁর পিতা মুবারকের কাছ থেকে ধর্মতত্ত্ব, গ্রিকদর্শন ও সুফিতত্ত্বে গভীর জ্ঞান লাভ করেন। তিনি একজন উদার ও মুক্তিবুদ্ধি মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন। আবুল ফজল তাঁর শ্রদ্ধা ও মেধা দিয়ে আকবরকে সর্বধর্ম সমন্বয়ের ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করেন। আকবরের মতো তিনিও বিশ্বজনীন সহিষ্ণুতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর রচনায় গভীরতা ছিল অপরিসীম। আবদুল কাদির বদায়ুনি বা নিজামউদ্দিন আহমদ যেমন তাঁদের রচনায় আকবরের রাজত্বকালের মর্মবাণী উদ্‌ঘাটিত করতে পেরেছিলেন, আবুল ফজলের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। তাই তাঁর লেখায় অনেক সাধারণ বিষয় স্থান পায়নি কিন্তু তা বলে তিনি মানুষের ইতিহাস লেখেননি, এই অভিযোগ যথার্থ নয়। আবুল ফজলের আকবরনামাতেই প্রথম রেশনালিটি সেক্যুলার দর্শনের অভিব্যক্তি। তাঁরও ইতিহাসচর্চার বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করতে গিয়ে এন. আহম্মদ সিদ্দিকী যে মন্তব্য করেছেন তা অত্যন্ত ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেছেন, "No other medieval historian can lay a claim to the rational and secular approach to history and to the application of a new methodology to collect facts marshal then on the basis of critical investigation. These are the hall marks of Abul Fazl's historical writings."

Scanned by CamScanner